দৈনিক সংবাদ

তারিখ 29 SEP 1996
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১৩

ক্যাডেট কলেজের প্রয়োজনীয়তা

মাঝে মাঝে পত্রিকার মাধ্যমে দেশের ক্যাডেট কলেজসমূহের সমালোচনা করে মতামত দেয়া হয়। তারা সমালোচনা করেই ক্ষান্ত হন না ক্যাডেট কলেজ বন্ধ করে দেয়ার জন্য সুপারিশও করেন। গত ২৭শে আগস্ট তারিখে জনৈক সাংসদ সংসদে ক্যাডেট কলেজের সমালোচনা করেন, তাই আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে জনগণের অবগতির জন্য আমার মতামত নিচে তুলে ধরলাম।

১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত আমিও ক্যাডেট কলেজ সম্বন্ধে বিরূপ ধারণা পোষণ করতাম। বিশেষ প্রয়োজনে ১৯৮৩ সাল থেকে অদ্যাবধি ক্যাডেট কলেজের খবরাখবর নিয়ে থাকি। বাংলাদেশের জন্য যদি প্রতিরক্ষা (সামরিক) বাহিনীর প্রয়োজন হয় তাহলে ক্যাডেট কলেজেরও প্রয়োজন আছে, যেমন ডাক্তারী পড়তে গেলে বায়োলজি পড়া প্রয়োজন। বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমির ৭৫% ছাত্র ক্যাডেট কলেজসমূহ দিয়ে থাকে। বাকি ২৫% অন্যান্য কলেজ থেকে আসে। ক্যাডেট কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য শুধু লেখাপড়া নয় অন্যান্য স্কুল কলেজের মত, প্রধান উদ্দেশ্য সামরিক শিক্ষা প্রদানই।

জনগণের (সরকারের) টাকা খরচের কথা যদি আসে তা হলে তা সরকারি স্কুল ও সরকারি কলেজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ক্যাডেট কলেজের ছাত্রছাত্রীদের থেকে যে ফিস্ নেয়া হয় তা থেকে তাদের খরচ বেশি হয়না বলে আমার মনে হয়। একজন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েকে প্রতি-মাসে পকেটমানিসহ প্রায় ১৫০০ টাকা প্রদান করতে হয়। বছরে ৯০ দিন ক্যাডেটরা বাড়িতে থাকে। কলেজে থাকে ৯ মাস। উচ্চ মধ্যবিত্ত ও ধনী লোকের ছেলেমেয়েদের আরও বেশি দিতে হয়। অবশ্য গরিব ছেলেমেয়েদের থেকে কম নেয়া হয়, যা সরকারই বহন করে। আমার জানা মতে পিয়নের মত সাধারণ পরিবারের ছেলেমেয়েরাও পড়ে। পিতা মাতার আয়ের ওপরই ভিত্তি করে ফি ইত্যাদি ধার্য করা হয়।

অভিযোগ করা হয় বড় লোকের ছেলেমেয়েদের জন্যই ক্যাডেট কলেজ। তা ঠিক নয়। মেধার ওপরই ভর্তি করা হয়। অনেক সাধারণ গ্রাম-গঞ্জের কৃষকের ছেলেদেরও আমি পড়তে দেখেছি। অবশ্য ব্যতিক্রম যে হয় না তা নয়। তবে তার হার খুব নগণ্য। ২য় অভিযোগ এস এস সি ও এইচ এস সি পরীক্ষা তাদের নিজেদের কলেজেই অনুষ্ঠিত হয়- তা ঠিক। তা তো অন্যান্য স্কুল-কলেজের জন্যও প্রযোজ্য। আমাদের নাজিরহাট কলেজিয়েট হাই স্কুল ও নাজিরহাট কলেজের পরীক্ষাও তো স্ব স্ব স্কুল-কলেজে হয়। যেমন চট্টগ্রাম কমার্স কলেজ; চট্টগ্রাম কলেজ এমনকি চট্টগ্রাম এনায়েত বাজার মহিলা কলেজ।

ক্যাডেট কলেজের ছেলেমেয়েদের পড়ালেখার সময় থাকে খুব কম। তাদের ট্রেনিং খেলাধুলা পিটি ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয় বেশি। যার জন্য তারা আশানুরূপ ফলাফল করতে পারে না, অথচ তাদের পড়ানো হয়ে থাকে সম্পূর্ণ সিলেবাস। সাথে সাথে ১৫দিন, ৩০দিন, ৯০দিন অন্তর পরীক্ষাও থাকে। যা সাথে সাথে পরীক্ষার নম্বরসহ অভিভাবককে জানানো হয়; যা অন্যান্য স্কুল-কলেজে করা হয় না। বাজারের কোন নোট পড়া নিষেধ, ছেলেরা নোট তৈরি করে স্যারদের দ্বারা সংশোধন করে তাই পড়ে। অনেক সময় দেখা যায় পরীক্ষার খাতা উপযুক্ত-ভাবে মূল্যায়ন করা হয় না। ভাল ছেলেরা কম নম্বর পেয়ে থাকে, তার জন্য দায়ী এক শ্রেণীর পরীক্ষক।

পরিশেষে বর্তমান ক্যাডেট কলেজ সম্বন্ধে ২টি কথা বলতে হয়- পূর্বের ন্যায় বর্তমানে তাদের লেখাপড়া, আইন-শৃংখলা ও খাবার দাবারের মান ক্রমেই নিচের দিক নেমে যাচ্ছে।

মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম
গ্রাম-ফরহাদাবাদ, ডাকঘর-কাটিরহাট
থানা-হাটহাজারী, জেলা-চট্টগ্রাম।